গাংনীতে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা যুবলীগ

মানবতার সহায়তা নিয়ে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন খাদ্য ও নগদ অর্থ নিয়ে ছুটে যান জেলা গাংনী উপজেলার ভবানিপুর গ্রামের এক অসহায় প্রতিবন্ধীর বাড়ি। ঐ বাড়িতে ৪ কন্যা রয়েছে সকলেই প্রতিবন্ধী। বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশ হয় তাদের অসহায়ত্বের কথা।

খবরটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নজরে আসলে সেখান থেকে কেন্দ্রীয় যুবলীগকে নির্দেশ দেন তিনি। কেন্দ্রীয় যুবলীগের নির্দেশক্রমে মেহেরপুর জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহাফুজুর রহমান রিটন শনিবার দুপুরে খাদ্য সহয়তা নিয়ে পৌছে যান সেই অসহায়ের মানুষের পাশে।
“গাংনীর প্রতিবন্ধী চার কন্যা নিয়ে অসহায় মা। আকাশ যখন ছাদ, রোদ-বৃষ্টি তার নত সঙ্গী” শীরোনামে একটি খবর মেহেরপুর প্রতিদিন ও বিভিন্ন গণ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। মূলোত এই খবরটি সককেলর দৃষ্টি গোচর হয় বলে জানান জেলা যুবলীগের আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

অসহায় পরিবারটিকে ৫০ কেজি চাউল, ৫ কেজি করে ডাউল, আলু, পেয়াজ, সয়াবিন তেল, মুরগীর মাংস ছাড়াও সেমাই, সুজি চিনি ছাড়াও নগদ ৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়।

এসময় মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, এই পরিবারের জন্য আপাতত এক মাসের খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হলো যাতে এই করোনা পরিস্থিতিতে তাকে না খেয়ে থাকতে হয়। তিনি আরও বলেন এটা আমাদের প্রাণ প্রিয় জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশ। করোনা পরিস্থিতিতে কর্মহীন মানুষ যেন কোন ভাবেই না খেয়ে না থাকে।

তিনি ঐ পরিবারকে সুন্দরভাবে যাতে থাকতে পারে সেজন্য একটি বাসযোগ্য বাড়ি করে দিবেন বলে আশ্বাস দেন।

পরে সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য দোয়া কামনা করেন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

[redacted]

[redacted]

এই ঘটনায় আহত হয় শুকুর পক্ষের লিটন, রিয়াজ উদ্দিনের ছেলে ঝন্টু, ছয়রদ্দিনের ছেলে আহাদ আলী। পলাশ পক্ষের আহত হয় পলাশ ও তার ভাই শিমুল এবং রসূলের ছেলে হাবিবুর রহমান। যুবলীগের সভাপতি পলাশ অভিযোগ করে বলেন, আমার বোনের সংসার ভাঙ্গা নিয়ে মুকুলকে সেল্টার দিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে লিটন। বোনকে নিয়ে কেউ ছিনিমিনি খেললে কারোর মাথায় ঠিক থাকার কথা না। শুকুর ও তার লোকজন আমাকে পরিকল্পিত ভাবে হত্যার উদ্দেশ্যে এ হামলা চালিয়েছে।

অপর দিক লিটনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, পলাশ মিথ্যা সন্দেহ করে তার লোকজন দিয়ে পরিকল্পিত ভাবে লিটনের ওপর হামলা চালায়। গড়াইটুপি ইউনিয়ন আ.লীগের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, পলাশের বোনকে নিয়েই মূলত এ ঘটনা। শুকুর আলী পলাশের কাছে লিটনের মারার ব্যাপার জানতে গেলে পলাশের লোকজন ক্ষিপ্ত হয় হাসুয়া রামদা দিয়ে লিটন ও তার লোকজনকে কুপিয়ে যখম করেছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ আনলেও উভয় পক্ষের মধ্যে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আহতদের উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে, দামুড়হুদা চিৎলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। আহতদের মধ্য লিটনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন। এ ঘটনায় উভয়পক্ষ মামলার প্রস্তুতি নিয়েছে বলে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মাহাবুবুর রহমান জানিয়ছেন।

গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে: কাদের

বিএনপির রাজনীতি এখন টেলিভিশন নির্ভর বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

তিনি বলেছেন, টেলিভিশন না থাকলে তাদের রাজনীতি অনেকটাই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ত। গণমাধ্যমই বিএনপিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

বুধবার সকালে রাজধানীতে সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এসব

কথা বলেন।

করোনা মোকাবেলায় ট্রাস্কফোর্স গঠনে বিএনপির দাবির বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন,পৃথিবীর কোনো দেশেই রাজনৈতিক টাস্কফোর্স গঠিত হয়নি। যা হয়েছে তা হচ্ছে শুধুমাত্র ভ্যাকসিন ও চিকিৎসা বিষয়ে টাস্কফোর্স।

বিএনপি এখনও নেতিবাচক রাজনীতির বৃত্তে আটকা আছে মন্তব্য করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, দেশের এই সংকটে বিএনপিকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত।

তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রচারে বিশ্বাসী নয়,তিনি কাজে বিশ্বাসী।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বৌদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে দেশের বৌদ্ধ সাম্প্রদায়িককে আওয়ামী লীগের পক্ষে শুভেচ্ছা জানান। দলীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান মোল্লার মৃত্যুতে ওবায়দুল কাদের গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

ঢাকা-৫ আসনের এমপি হাবিবুর রহমান মোল্লা আর নেই

ঢাকা-৫ আসনের আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব হাবিবুর রহমান মোল্লা (৭৮) আর নেই (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বুধবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিটে হাবিবুর রহমান মোল্লার লাইফ সাপোর্ট খুলে দেওয়া হয়। খবরটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন মরহুমের মেজ ছেলে সজল মোল্লা।

গুরুতর অসুস্থ হয়ে বেশ কয়েকদিন ধরে রাজধানীর স্কয়ার হাসপাতালের আইসিইউতে লাইফ সাপোর্টে ছিলেন। হাবিবুর রহমান মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন। গত ২৭ এপ্রিল বার্ধক্যজনিত কারণে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে ও তিন মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

হাবিবুর রহমান মোল্লা ২৭ জানুয়ারি ১৯৪২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ব্যক্তি জীবনে তিনি ছিলেন নিরহংকারী, সাদামাটা ও অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু একজন মানুষ। হাবিবুর রহমান মোল্লা ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। আওয়ামী লীগের এই প্রবীণ নেতা রাজনীতির সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় ছিলেন অকুতোভয় মুজিব সৈনিক। হাবিবুর রহমান মোল্লা মোল্লা ১৯৯১ সালে প্রথম স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে অংশ নেন কিন্তু পরাজিত হন। তিনি ১৯৯৬ সালের জুনে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে ঢাকা-৪ আসন থেকে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২০০১ সাধারণ নির্বাচনে একই আসন থেকে তিনি বিএনপির প্রার্থী সালাহ উদ্দিন আহমেদের কাছে হেরে যান। ২০০৮ সাধারণ নির্বাচনে মোল্লা ঢাকা-৫ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন পান এবং নির্বাচনে জয়ী হন। ২০১৪ ও ২০১৮ সালে তিনি পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

একমাস পর বসছে মন্ত্রিসভার বৈঠক

কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে একমাস পর সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভার বৈঠক বসছে।

আজ বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে এই বৈঠক বসবে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ) মো. আব্দুল বারিক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আজ বেলা ১১টায় গণভবনে মন্ত্রিসভা বৈঠক হবে। স্বাস্থ্যবিধি মেনে এটি হবে খুবই সীমিত পরিসরে।’

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ওই বৈঠকে সংশ্লিষ্ট মাত্র তিনজন মন্ত্রী অংশ নেবেন বলেও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জানা গেছে।

এর আগে সাধারণ ছুটির মধ্যে ৬ এপ্রিল গণভবনে সীমিত পরিসরে মন্ত্রিসভা বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মাত্র ৭ জন মন্ত্রী অংশ নেন, আর সবার মুখে ছিল মাস্ক। প্রত্যেকে আলাদা আলাদা টেবিলে বসে বৈঠকে অংশ নেন।

সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্স নিয়োগ দেয়া হচ্ছে: প্রধানমন্ত্রী

করোনাভাইরাসের রোগীদের চিকিৎসাসেবা দিতে দুই হাজার চিকিৎসক ও পাঁচ হাজার নার্সকে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার সকালে করোনাভাইরাস পরিস্থিতি নিয়ে রংপুর বিভাগের আট জেলার কর্মকর্তাদের সঙ্গে গণভবনে ভিডিও কনফারেন্সে মতবিনিময়ে এ কথা জানান তিনি।

এসময় প্রধানমন্ত্রী বলেন, করোনাভাইরাসের কারণে দেশের মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। মানুষকে সুরক্ষিত রেখে অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

গাংনীতে ছাত্রলীগের উদ্যোগে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ত্রাণ পাওয়ার কথা, তাঁরা যেন পান। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে কাজটি করবে।’

প্রধানমন্ত্রী এ সময় আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের বিভিন্ন কাজ তুলে ধরে তাঁদের প্রশংসাও করেন।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য, এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’

ধান কাটার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ধান কাটতে যাবে, তাদের যাতায়ত ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তিনি বলেন, ‘খাদ্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আজকে এই ভাইরাসের জন্য বিশ্বব্যাপী মন্দা সৃষ্টি হবে। আগামীতে হয়তো বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশে যদি আমরা খাদ্য উৎপাদন করে খাদ্য মজুত রাখতে পারি, তাহলে আমরা সেই দুর্ভিক্ষে পড়ব না, বরং অনেককে সাহায্য করতে পারব। সেই ব্যবস্থা এখন থেকে নিতে হবে।’ কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ৯৫ হাজার ৬১৯ কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান। আগামী তিন বছর অর্থনীতির চাকা যাতে সচল থাকে, সেটা মাথায় রেখে এই প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেন, এবার ২১ লাখ মেট্রিক টন খাদ্য সংগ্রহ করা হবে।

পণ্য সরবরাহে যাতে বাধার সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে সতর্ক করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মানুষের জীবন যেন স্থবির না হয়, না সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রোজার সময়ে মানুষের যেন কষ্ট না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখার কথা বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘অনেক আগেই বলেছিলাম এপ্রিল মাসটা আমাদের জন্য কষ্টের হবে, করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ছড়াতে পারে। এ মাসে সবাইকে সাবধানে থাকার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল। ঠিক তাই হয়েছে। এ মাসে বৃদ্ধি পেয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সারা বিশ্বে যখন হাজার লোক মারা যাচ্ছে, সেখানে আজকে এপ্রিল মাসের ২০ তারিখ, এখন পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরেছি। আমাদের জনগণ যদি আরেকটু

সচেতন থাকে, আরেকটু নিজেকে সুরক্ষিত রাখে, তাহলে এটা সকলের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা সহজ।’

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুর্যোগ এলে ভেঙে পড়ার কিছু নেই। সাহসের সাথে সেটা মোকাবিলা করতে হবে। তিনি ১৯৭১ সালের কথা তুলে ধরে বলেন, মনে সাহস নিয়ে করোনাভাইরাসকে মোকাবিলা করতে হবে এবং বাঙালিকে বিজয়ী হতে হবে। তিনি আরও বলেন, ‘দুর্যোগ আসে, দুর্যোগ মোকাবিলা করতে হয়। তা মোকাবিলা করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আমাদের রয়েছে। শুধু জনগনের সহযোগিতা চাই এই জন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাব যেন ছড়িয়ে না পড়ে। সেদিকে সকলকে সচেতন থাকতে হবে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা মেনে চলবেন।’ সূত্র-প্রথম আলো

পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে গার্মেন্টস মালিকরা

গাজীপুরের বেশ কিছু গার্মেন্টে পিপিই বানানোর কথা বলে অন্য পণ্য বানাচ্ছে। শ্রমিকদের ডেকে এনে কাজ করালেও তাদেরকে বেতন-ভাতা দেয়া হচ্ছে না। মানছে না স্বাস্থ্যবিধি এমন অভিযোগ করেছেন গাজীপুরের পুলিশ সুপার বেগম শামসুন্নাহার।

সোমবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দিয়ে তিনি এ অভিযোগ করেন।

কনফারেন্সে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের পর গাজীপুর ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় নতুন করে শ্রমিক আনা ঠিক হবে কি-না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। এ সময় প্রধানমন্ত্রী সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে শ্রমিকদের থাকা ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করে সীমিত পরিসরে পোশাক কারখানা খুলে দেয়ার ব্যবস্থা করে দিতে নির্দেশনা দেন।
বিজিএমইএ’র সভাপতি রুবানা হকের বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষকে (বিআরটিএ) দেয়া একটি চিঠির পরিপ্রেক্ষিত তুলে ধরে আলোচনার সূত্রপাত হয়। বিজিএমইএ সভাপতি আগামী ২৬ এপ্রিল গাজীপুরে বেশ কিছু

রফতানিমুখী শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়ার লক্ষ্যে শ্রমিকদের আনার জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে এ চিঠি দেন। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

দেশে কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত ৫০৭ প্রতিষ্ঠান: প্রধানমন্ত্রী

সারাদেশে ৫০৭টি প্রতিষ্ঠান কোয়ারেন্টাইনের জন্য প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সোমবার গণভবন থেকে ময়মনসিংহ বিভাগের বিভিন্ন জেলার কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এ কথা বলেন। সকাল ১০টা ৫ মিনিটে এই ভিডিও কনফারেন্স শুরু হয়।

করোনাভাইরাসের কারণে অনেক অনুষ্ঠান বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে করোনাভাইরাসের থাবা এসে পড়েছে। সবাইকে এ ব্যাপারে সুরক্ষিত থাকতে হবে। আমাদের দেশের অনেকেই এটি ভালোভাবে মানতে চান না। যার ফলে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ বেড়ে যাচ্ছে।

তিনি বলেন, সারাবিশ্ব এই ভাইরাসের জন্য আতঙ্কিত। আমার মনে হয় বিশ্বে এ ধরনের পরিস্থিতি এর আগে কখনো তৈরি হয়নি। বিশ্বে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্থবির হয়ে পড়েছে। এমনকি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান মক্কা-মদিনা, মসজিদ, মন্দির, প্যাগোডা সবকিছু বন্ধ। বাংলাদেশেও বিশ্বের একটি দেশ। তাই যথাযথ ব্যবস্থা আমরা শুরু থেকেই নেওয়া শুরু করেছি। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন